প্রথম আলো

তারিখ ... 20 MAR 2012 ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

বিদ্যালয়ের ভবন নিয়ে সচিব ও সাংসদের বিরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের দুই প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিবের কাছে চিঠি দিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মিজানুর রহমান। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সদর উপজেলার একটি বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করতে তাঁরা অহেতুক বিলম্ব করছেন বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়।

১৪ মার্চ ওই বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির সভাপতি হিসেবে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের কাছে তিনি এই চিঠি দেন।

স্থানীয় সূত্রগুলো বলেছে, স্থানীয় সাংসদ র. আ. ম. উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী ওই বিদ্যালয়ে একাডেমিক ভবন নির্মাণ হোক, এটা চাইছেন না। তাঁর কারণেই স্থানীয় প্রকৌশলীরা এগোতে পারছেন না।

মন্ত্রিপরিষদ সচিবের কাছে লেখা চিঠিতে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব বলেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সদর উপজেলার উলচাপাড়া মালেকা ছাহেব আলী উচ্চবিদ্যালয় ১৯৯৬ সালে তাঁদের পারিবারিক উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর পিতা মরহুম ছাহেব আলী বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে ২০০৯ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর বর্তমানে তিনি (সচিব) বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর চেষ্টায় বিদ্যালয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলের একাডেমিক ভবন নির্মাণ প্রকল্পের আওতাভুক্ত হয়। গত বছরের ৫ মে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর ভবন নির্মাণের জন্য দরপত্র আহ্বান করে।

একই বছরের ১৫ জুলাই সচিব ভবন নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। পরে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর ২০ জুলাই মেসার্স আমিন ট্রেডার্সকে ভবন নির্মাণের জন্য কার্যাদেশ দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে উপসহকারী প্রকৌশলীকে কাজের এলাকা (সাইট) বুঝিয়ে দেওয়া হয়। আমিন ট্রেডার্স পরে অধিদপ্তরের কুমিল্লা অঞ্চলের নির্বাহী প্রকৌশলীর কাছে কাজের লে-আউটের জন্য ছয়বার আবেদন করে। সর্বশেষ গত বছরের ২৯ ডিসেম্বর এক আবেদনে তারা জানায়, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কাজের এলাকা বুঝিয়ে দিলেও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলা শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলী কাজের লে-আউট প্রদান করছেন না।

এ বিষয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী কার্যকর পদক্ষেপ না নিয়ে উল্টো ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছেন।

সচিব আরও জানান, বিষয়টি নিয়ে তিনি শিক্ষাসচিব, অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অবহিত করেছেন।

এর পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি আচরণবিধি অনুযায়ী নির্বাহী প্রকৌশলী ও উপসহকারী নির্বাহী প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিবের প্রতি অনুরোধ জানান তিনি।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে মুঠোফোনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলী শহিদুল হক *প্রথম আলোকে* বলেন, 'সদর আসনের সাংসদকে দিয়ে ভবন নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বলা হয়েছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ বলেছে, এটার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন মুক্তিযুদ্ধ সচিব। পরে বলা হয়, ভিত্তিপ্রস্তরের একটি পাথরে সাংসদের নাম ও আরেকটিতে সচিবের নাম থাকুক। তাতেও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। এ কারণে আমরা পড়েছি বেকায়দায়।'

এ বিষয়ে সাংসদ র. আ. ম. উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, লে-আউটের তারিখ হয়েছে ২৯ মার্চ। হয়তো হরতালের কারণে পরদিন হতে পারে এবং তিনি সেখানে থাকবেন।

তবে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সচিবকে সাংসদের দেওয়া এক চিঠিতে দেখা যায়, তিনি একাডেমিক ভবন নির্মাণে বরাদ্দ করা অর্থ বাতিলের দাবি করেছেন। মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, 'অনেক নব্য ধনিকের পৃষ্ঠপোষকতায় স্কুলটি চলছে। এখানে একটি নতুন স্কুল নির্মাণ সরকারি অর্থের অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়।' সাংসদ পাশের আরেকটি স্কুলের জন্য এই বরাদ্দ দেওয়ার জন্য স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সচিবকে অনানুষ্ঠানিক চিঠি দেন।